মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯৪ | বর্ষঃ ১১ | ডিসেম্বর ২০১৬

"মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গের সাথে" মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। তিনি বলেন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদক প্রতিরোধে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। দেশে মাদকের সহজলভ্যতা দূর করার জন্য মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সব সংস্থার কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে। সারাদেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাদকমুক্ত করতে হবে। প্রতিটি শিশুর নৈতিকতা ও ভালমন্দ বিবেচনার শিক্ষা শুরু হয় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাই পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই শিশু-কিশোরদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। মাদক পাচারপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় কেউ কেউ এটাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। ওইসব এলাকায় অতি দরিদ্রদের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারাগার ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা গেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দেশব্যপী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, চাহিদা ও সরবরাহ একে অপরের পরিপূরক। তাই এর একটি থাকলে অপরটিও থাকবে। মাদককে না বলার জন্য আত্মবিশ্বাস থাকাটা জরুরি। কোনো এক অনুষ্ঠানে অনেকেই মদপান করলেও তিনি তাতে উদ্বুদ্ধ হননি। আত্মবিশ্বাস থাকার কারণে তিনি উপস্থিত অন্যদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মাদককে না বলতে পেরেছেন।

মহাপরিচালকের বাণী

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন নামীয় বুলেটিনটি অধিপ্তরের মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে আসছে। প্রতিমাসে অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাস বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে সেসব কাজের তথ্য ও ছবি নিয়েই মূলতঃ বুলেটিনটি প্রকাশিত হয়। এর সাথে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন। কিভাবে মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা যায়, মাদকাসক্তকে কিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়, মাদকের অপকারিতা কি, মাদক অপরাধের সাজা কি, এসকল বিষয় এ বুলেটিনে অর্ন্তভূক্ত করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি মাদকাসক্তি মুক্ত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ লেখাও সংযোজিত হতে পারে এ বুলেটিনে। মাদকাসক্তি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ধর্মীয় অনুশাসন ও পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে আমরা প্রতিটি পরিবারকে মাদকমুক্ত রাখতে পারি। আর পরিবারকে মাদকমুক্ত রাখা গেলে সমাজ ও জাতিকেও মাদকমুক্ত রাখা সহজ হবে। পরিবারের প্রধান হিসেবে পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ করে তরুণদের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে তারা কোন মাদকাসক্ত বন্ধুর সংস্পর্শে নিজে মাদকের নেশায় অভ্যস্ত হয়ে না যায়। প্রতিটি পরিবার হতে ধ্বনিত হোক-আমাদের অঙ্গীকার, মাদকমুক্ত পরিবার।

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর অনুমোদন দেয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রের অনুমোদন দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। লক্ষ্য করা গেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গিয়ে নিরাময় কেন্দ্রে হুমকি দিচ্ছেন, কেন সেখানে মাদকাসক্ত রোগী আছে। লোকজন এসব অভিযোগ জানাচ্ছে। এটা আসলে সমন্বয়হীনতা, যা দূর করতে হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ একসঙ্গেই পড়ানো হয়। একজন রোগী সে মাদকাসক্তও হতে পারে, মানসিক রোগীও হতে পারে। তাকে একই সঙ্গে দুটি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। মাদক সেবন বন্ধ করলেও সেটির ছাপ মস্তিষ্কে থেকে যায়। এ কারণে আসক্তিও রয়ে যায়। এটা রোধের জন্য অন্তত দুই বছর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। আর মাদককে কীভাবে না বলতে হবে সেটি জানতে হবে। ছোটবেলা থেকেই এই না বলাটি শিখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। জঙ্গি দমনে সরকার সফল হয়েছে। এখন এক নম্বর সমস্যা মাদক। মাদক নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বেশিরভাগ অপরাধ কমে যাবে। মতবিনিময় সভায় অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের চাহিদা ও ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির সভা

০৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে "বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন রোধকল্পে করণীয় বিষয়ে সভা" অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে ০৩টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে শিক্ষা সচিবকে আহ্বায়ক করে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন

এ কমিটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা স্ট্র্যাটেজিক কমিটির নিকট পেশ করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত কমিটির ২য় সভা আজ হচ্ছে। এবিষয়ে গত ১৩/১০/২০১৫ তারিখে তৎকালীন শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ঐ সভায় বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি সভাকে জানান যে, মাদকাসক্তি সারা বিশ্বেই একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ সমস্যা ক্রমশঃ প্রকটতর হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা কি ধরণের হওয়া উচিত এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, মাদকাসক্তি চিকিৎসক, সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, মাদকাসক্তি চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক, শিক্ষক, এনফোর্সমেন্ট পারসোনেল, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজকর্মী ও এন.জি.ও.কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে প্রায় বছরব্যাপী সভা সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টকশো এবং জনগণের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভাপতি কার্যপত্রের ওপর সদস্যগণকে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানান। তৎপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : **খন্দকার রাকিবুর রহমান**
মহাপরিচালক

সম্পাদক : **জনাব কে.এম. তারিকুল ইসলাম**
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : **মোহাম্মদ রুহুল আমিন**
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯৪
বর্ষ : ১১ম
ডিসেম্বর : ২০১৬

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক আলোচনা সভা

গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গনে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন মোল্লা, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব। প্রধান অতিথি বলেন সমাজ থেকে মাদক প্রবণতা দূর করতে মাদকের উৎস চিহ্নিত ও বন্ধ করতে হবে।

সভার অতিথিবৃন্দ

এ লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে। বিদেশ থেকে যাতে দেশে মাদক ঢুকতে না পারে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদক নিয়ন্ত্রণে কাজ করার আহ্বান জানান ।

অনুষ্ঠানে মাদককে না বলে শপথ বাক্য পাঠ করান
মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ নিজাম উদ্দিন

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পাংশা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ হাসান ওদুদ, পুলিশ সুপারের পক্ষে পাংশা থানার ওসি জনাব এস এম শাহজালাল, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়া, পাংশা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাছপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন মিয়া ও মাছপাড়া ইউপি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আব্দুল আলী মিয়া চাঁদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী সহকারী পরিচালক জনাব রাজিব মিনা, অনুষ্ঠানে মাছপাড়া ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করা হয়, খুব শিঘ্রই রাজবাড়ী জেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করা হবে উল্লেখ করে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয়সহ অনুষ্ঠানে মাদককে না বলে শপথ বাক্য পাঠ করান মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ নিজাম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে মাদককে না বলে শপথ বাক্য পাঠ করছেন মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্র শিক্ষকসহ উপস্থিত সুধিজন

অনুষ্ঠানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মাদকবিরোধী স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচিত্র প্রদর্শন ও মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে পাংশা উপজেলার ইউপি চেয়ারম্যানগণ, মাছপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সূজা উদ্দিন মৃধা, মাছপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মোঃ নাছির উদ্দিন, মাছপাড়া বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল আলম, খন্দকার হাসানুল ইসলাম ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চিত্র, মাছপাড়া ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, মাছপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মাছপাড়া ইউপি সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় যুবসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে Computer Based Training অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য UNODC এর Stregng thening Drug Law Enforcement Capacities in South West Asia শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Computer Based Training মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৬ নভেম্বর হতে ১৭ নভেম্বর ৪র্থ রাউন্ডের এই প্রশিক্ষণে ২ট ব্যাচের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও পরিদর্শক এবং সিপাহী পদমর্যাদার কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। ০৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পেশাগত জীবনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। মাদক অপরাধ দমনে এই প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাদক সনাক্তকরণ , মাদকদ্রব্য পরীক্ষা, সন্দেহভাজনদের দেহ তল্লাসী, যানবাহন তল্লাসী সহ নানান ধরনের কলাকৌশল রপ্ত করা যাবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের জন্য UNODC - কে ধন্যবাদ জানান ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে Computer Based Training (CBT) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব

অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) জনাব কে.এম.তারিকুল ইসলাম, UNODC প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব এবিএম কামরুল আহসান বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাউন্ডে মোট ২৫৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১৬৯ জন এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব ও কাষ্টমস্ বিভাগের ২৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সিলেটে মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মাদক অরাধ দমনে ভ্রাম্যমান আদালতের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমান আদালতের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক পদে ০৮ (আট) জন কর্মকর্তার যোগদান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী ৩৪ তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারনে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নয় এরূপ নিম্নে উল্লিখিত ০৮ (আট) জন প্রার্থীকে মেধা ও প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

অধিদপ্তরে নব যোগদানকৃত ০৭ জন সহকারী পরিচালক

অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়েছেঃ তারা হলেন- (১) সোমেন মন্ডল (২) মোঃ এমদাদুল ইসলাম মিঠুন (৩) নাহিদ ফেরদৌস (৪) আবু আব্দুল্লাহ্ জাহিদ (৫) এস. এম. রাসেল ইসলাম নূর (৬) ফাহমিদা সুলতানা নেন্সি (৭) এস.এম সাকিব হোসেন ও (৮) মোঃ তানভীর হোসেন খান। তারা গত ০১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে যোগদান করেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

নভেম্বর'২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধশিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	১৯৪ টি স্থানে
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১৩৩ টি স্থানে
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	৪১,৮০০ টি স্থানে
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন	৭৩ টি স্থানে
সেমিনার/ওয়ার্কসপ	০৮ টি স্থানে
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড /স্থাপন ও দেয়াল লিখন	৩৬ টি স্থানে
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	২৯ টি স্থানে
অভিযান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	১৩৩ টি স্থানে
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম	১৭ টি স্থানে
সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম	১১ টি স্থানে
সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম	২৭ টি স্থানে
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম	৩৪ টি স্থানে
মোট	৪২,৪৯৫ টি স্থানে

নভেম্বর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ৪২,৪৯৫টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তৃতা দেয়া হয়েছে ১৩৩ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৯১১	২,৫৭৭	৬৫.৫৮%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৪,১২৬	৫৮২	৮৭.৬৩%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,৮২৬	২,৩৪৪	৭৬.৯৫%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৭৩৩	৭৫৪	৮৩.১৯%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২,০৫৭	২৪,০৪৬	৮,০১১	৭৫.০১%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

নভেম্বর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয় তার কিছু সংবাদচিত্র :

০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী ও জেলা প্রশাসন, রাজশাহীর উদ্যোগে যানবাহনে মাদকবিরোধী স্টিকার লাগানো হয়।

০১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারি গার্লস স্কুল, পটুয়াখালীর, ছাত্রীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা এবং মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়।

০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রামের উদ্যোগে গণপরিবহনে মাদকবিরোধী স্টিকার সংযোজন করা হয়।

০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক সপ্তাহব্যাপী গণপরিবহনে স্টীকার লাগানো কার্যক্রম, রং-বেরঙের বেলুন উড়িয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন, জেলা প্রশাসক সিলেট।

২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জামালপুর জেলার সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজে, অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ছাত্রীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয় ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় আয়োজিত "গণপরিবহনে স্টিকার সাটানো কর্মসূচী" উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিআরটিএ হবিগঞ্জ এর সহকারী পরিচালক এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। উদ্বোধন শেষে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০০টি যানবাহনে দিনব্যাপী স্টিকার লাগানো হয়।

অপারেশনাল কার্যক্রম

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন দক্ষিণ বড়কাপন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৯৩ (একশত তিরানব্বই) বোতল বিদেশীমদ উদ্ধার

উদ্ধারকৃত ১৯৩ (একশত তিরানব্বই) বোতল বিদেশী মদ এবং গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ জয়নাল (৩২)।

ঢাকার কেন্দ্র গুলিস্তানে রাজধানী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের ভিতর থেকে ১০০০ পিস ইয়াবাসহ কোরানে হাফেজ মাওলানা সাহেদ (৪৫) গ্রেফতার।

১০০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতারকৃত মাওলানা সাহেদ (৪৫)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট "এ" সার্কেল কর্তৃক ১০০ বোতল অফিসার্স চয়েজ মদ উদ্ধার সহ একজন আসামী গ্রেফতার

১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সিলেট জেলার ওসমানি নগর থানাধীন এলাকায় ১০০ বোতল অফিসার্স চয়েজ মদ সহ একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী কর্তৃক পশ্চিম ভবানীপুর উপজেলা থেকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ ০২ (দুই) জন মহিলা আসামী গ্রেফতার

গ্রেফতারকৃত ০২ (দুই) জন মহিলা আসামী ।

আইন-আদালত (নভেম্বর-২০১৬)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক নভেম্বর-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	অক্টোবর-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	*আসামী*	মামলা	*আসামী*	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, ঢাকা	১১৮	১৪২	১৪৩	১৪৪	২৬১	২৮৬
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, চট্টগ্রাম	৪৭	৬০	৮৬	৮৬	১৩৩	১৪৬
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, খুলনা	৬৪	৭০	৩৯	৪০	১০৩	১১০
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, রাজশাহী	৯৫	১১৫	১৬৫	১৬৭	২৬০	২৮২
গোয়েন্দা শাখা	১৫	২০	৫	৫	২০	২৫
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, সিলেট	১৩	১৭	৩১	৩১	৪৪	৪৮
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, বরিশাল	৪	৭	৩	৩	৭	১০
মোট =	৩৫৬	৪৩১	৪৭২	৪৭৬	৮২৮	৯০৭

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (নভেম্বর'২০১৬) মাসের প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা							মন্তব্য
	আন্ত:বিভাগ		বহি:বিভাগ					
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	নতুন	পুরাতন	
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪৩	১১	১৪৮	১	২০৩	৮৪	১১৯	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৫	০	৮	০	১৩	১৩	০	

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৫	০	১০	০	১৫	১০	৫	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৫	০	৫	০	১০	১০	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১০	০	৪০৩	০	৪১৩	২৮৯	১২৪	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	১৬	০	১১৮	২	১৩৬	৯৯	৩৭	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২৫৬	০	১৮৫	০	৪৪১	২৫৬	১৮৫	
মোট	৩৪০	১১	৮৭৭	৩	১২৩১	৭৬১	৪৭০	

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে নভেম্বর' ২০১৫ এবং নভেম্বর' ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	নভেম্বর' ২০১৫	নভেম্বর' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৭৫৯৬৯০৯	৮১২৩১০৯
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৬১৯৮৯৬	৩৮৬৪০২৪
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৪০৫২৮৯৯	৩৭৯৮৯৩৪
৪।	খুলনা অঞ্চল	২৯৩১৯৩৭৩	২৮৭৫৪৫৯৬
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩৩৭৯২০	৪৬৯৬০০
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৩৫২৭১৭	৭৮৮০৭৫২
	মোট	৫২২৭৯৭১৪	৭৩৫২৭১৭

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	নভেম্বর' ২০১৬
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেঃটঃ	৫৫১.৭৫৮ মেঃ টঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটঃ	-
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটঃ	২৭৫.১৮ মেঃটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটঃ	১১৩.৯১৩২ মেঃটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটঃ	২১ মেঃটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯.০২১ কেজি	৫২৮৯১০১৫

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা শাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নভেম্বর' ২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যানঃ

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	নভেম্বর/২০১৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	১৬৭	১৬৩	--	১৬৩	১১
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৯৭	১০০	--	১০০	০৩
রাজশাহী অঞ্চল	১৪২	১৩৯	--	১৩৯	১০
খুলনা অঞ্চল	৯৯	৯৯	--	৯৯	০৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৪২৯২	৪২৩৩	--	৪২৩৩	১৮৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ --	--	--	--	--	
র‍্যাব --	--	--	--	--	
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৭	১৭	--	১৭	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি --	--	--	--	--	
মোট	৪৮১৪	৪৭৫১	--	৪৭৫১	২১৬

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব সেখ সাইদুর রহমান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, খুলনার ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক	০৮/১২/২০১৬ - ০৭/১২/২০১৭
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান চৌধুরী, ফেনী জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপ-পরিদর্শক	০১/১২/২০১৬ - ৩০/১১/২০১৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

পরিবারে প্রতি দায়িত্ব পালনঃ করবে রোধ মাদকের আগ্রাসন

পিয়ারা বেগম, শিক্ষক (অবঃ), তারাবো, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

মহান স্রষ্টা সৃষ্টির প্রাণীকূলের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষকেই তার মমত্বের সবটুকু নির্যাস দিয়ে, সর্বোত্তম উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং ভালবেসে তার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু অন্য কোন প্রাণীকে তা দেন নি। কারণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য মানুষ দায়িত্ব পালনে সক্ষম আর অন্যান্য প্রাণী দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাছাড়া, মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর তফাত এখানেই যে, অন্যসব প্রাণী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে আর মানুষ শুধু নিজের কথাই ভাবে না, ভাবে চারপাশের সবার কথা। তাইতো মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আর এ কারণেই মহান মহিম স্রষ্ট্র তাঁর সৃষ্টিকে লালন, সৃষ্টির অভিভাবকত্ব গ্রহণের গুরুদায়িত্বটুকু মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। তাই এহেন মহৎ ও সেবার কাজটি আমাদেরকে শুরু করতে হবে নিজ পরিবার থেকেই।

আমরা জানি, পরিবারের সদস্যদের পারস্পারিক শ্রদ্ধা, মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে মা বাবার প্রতি মমতা ও আনুগত্য হলো এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আজকের বস্তু-তান্ত্রিক সমাজে ভোগবাদের উত্থানে পারিবারিক বন্ধন আর আগের মতো নেই।, 'হাউজ' আছে কিন্তু 'হোম' যেন হারিয়ে গেছে। নীতি-নৈতিকতার মূল্যবোধও যেন বিদায় নিয়েছে পরিবার থেকে। সন্তানের ওপর মা-বাবার কোন প্রভাব নেই। সন্তান প্রভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন জোটানো বখে যাওয়া বন্ধু-বান্ধব আর মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্যান ধারণা দিয়ে। এই কারণেই অনেক অভিভাবক আক্ষেপ করে বলেন, পরিবার থেকে অভিভাবকত্ব হারিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গ টেনে বলতে হচ্ছে, একটি শিশু ভূমিষ্ট হয়েই মদ খেতে শুরু করে না, বখাটেপনা করে বেড়ায় না, বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে না। পরিবার তথা পরিবেশ হচ্ছে শিশু কিশোরদের প্রথম শিক্ষক। একজন শিশুর বেড়ে ওঠার উপর নির্ভর করে সে সু-সন্তান হবে, না কু-সন্তান হয়ে সন্ত্রাসী হবে, না মাদকাসক্ত হবে।

সম্মানিত পাঠক, সঙ্গত কারণেই পরিবারের দায়িত্ব পালন বিষয়টির গুরুত্বতার প্রসঙ্গটি উঠে আসে। কারণ বর্তমানে দেশে মাদকের হিংস্র থাবা থেকে এমন কোন পরিবার নেই নিরাপদের নিশ্চয়তা। সর্বনাশা মাদক টর্নেডো ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে বহু সম্ভাবনাময় পরিবারের মেধাবী ছাত্রের জীবন প্রদীপ। সর্বশান্ত করে দুঃস্থতে পরিণত করে দিয়েছে বহু পরিবার। আগে যা ছিল ধনী শ্রেণীর প্রমোদপণ্য, রাজা-বাদশাহ, জমিদারদের জলসা ঘরের নেশার বিলাস সামগ্রী এবং তা ধনী তথা উন্নত দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তা সুনামির মতো ধেয়ে আঘাত হানছে আমাদের দেশেও এবং তা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমন কী নিম্নবিত্তদের মধ্যেও সাঁড়াশী কায়দায় টুঁটি চেপে ধরেছে।

সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় প্রতি দশ জনে একটি কিশোর মাদকাসক্ত হচ্ছে। শহর বন্দর গ্রামগঞ্জেও চলছে মাদকের খোলা-মেলা বেচাকেনা। মাদকাসক্তদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। দেশের নামীদামী স্কুলকলেজ এমন কী দেশের সেরা বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও রক্তচোষা, জীবননাশা মাদকের ধাঁরাল হিংস্র নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। মাদকাসক্ত সন্তানের অসহনীয় যন্ত্রণা, অকল্পনীয় দুর্ভোগ আর তা প্রত্যাহার জনিত উপসর্গের কষ্টের তীব্রতার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে মাদকাসক্ত সন্তানের পিতা-মাতার করুণ আর্তি, আল্লাহর আরশ কাঁপানো হৃদয়ভেদ্য সেই বিষাদঘন কণ্ঠে কখনো বেজে ওঠে বেঁচে মরে থাকার চেয়ে মরে বেঁচে যাওয়া ঢের শান্তির।

বইতে পড়েছি, এমনটিও দেখা গেছে কর্তব্যরত পুলিশ হাজতে ঢোকানো মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রত্যাহার জনিত উপসর্গ দেখে ভয়ে দূর্ঘটনা এড়াতে তাকে ছেড়ে দেয় অথবা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে মাদক এনে খাওয়ায়। ভাবুন তো? কত মারাত্মক আর শারীরিক কষ্টের অসহ্য যন্ত্রণাকাতর দৃশ্য দেখলে পুলিশও দিশেহারা হয়ে মাদক এনে খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে।

সম্প্রতি অল্প বয়সের শিশু-কিশোরদের মাঝেও মাদকের থাবা ছড়িয়ে পড়েছে আশংকা জনকহারে। এ সব শিশু-কিশোরদের মধ্যে অধিকাংশই পথশিশু, কিংবা বস্তির দরিদ্র, বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের সন্তান। এরা মূলতঃ ভাগ্যবিড়ম্বিত, সুবিধা বঞ্চিত কিংবা আর্থিক দৈন্যতার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু। তবে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের মাদকের আসক্তি হওয়ার কারণ মূলতঃ অসৎ বন্ধু-বান্ধবের চাপ ও প্ররোচনা, নেশার প্রতি কৌতূহল, আনন্দ লাভের দুর্নিবার বাসনা, প্রথম যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাব, মনস্তাত্ত্বিক বিশৃংঙ্খলা, প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিমন্ডলে মাদকের প্রভাব, ধর্মীয় অনুভূতির অভাব শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি অনুপস্থিত, চিকিৎসাসৃষ্টি মাদকাসক্তি, সর্বোপরি মাদকের সহজলভ্যতা।

মোট কথা অভিভাবকের বিরুদ্ধে সন্তানের ক্ষোভ, অভিমান, বন্ধু নির্বাচনে ভুল সিদ্ধান্ত, স্মার্ট হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতাই, বিপরীতে লিঙ্গের প্রতি আসক্তি ভ্রান্ত লক্ষ্য বা ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সন্তানদের মধ্যে হতাশা, ব্যর্থতা ও ক্রোধ বাসাবাঁধে। এক সময় তা বিষণ্নতা জন্ম নেয়। বয়স কম বলে এ ধরণের মানসিক চাপ সহ্য করার অক্ষমতা কিংবা সহনশীলতার অভাবে মাদকে আসক্ত হয়। তবে সব কিছুরই উর্দ্ধে তা হচ্ছে পরিবার তথা পিতা মাতার দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা, অমনোযোগ, অসহযোগিতাই মূলতঃ দায়ী।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, সহিংসতার মাত্রা অনেক কম। এর ফলে মায়ের সাথে তাদের যে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, তা তাদের সুস্থ বিকাশে সহায়ক।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর কালচার যেন দিন দিন বিলুপ্ত হতে চলেছে। এটা একটা ফ্যাশান হিসাবে অনেক আধুনিক মায়েদের নিকট স্বীকৃত। শারীরিক গঠন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মায়েরা এ ধরনের অমানবিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অনেকেই। যদিও তারা শিক্ষিত সচেতন মা এবং তারাও জানেন শিশুর সুষম বিকাশে মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই।

আমরা জানি, শিশুর আত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো আমাদের আবহমান কালের চিরায়ত ঐতিহ্য এই পরিবার। এই মুহূর্তে কোয়ান্টামের পরিবার কণিকার চমৎকার একটা কথা মনে পড়ে গেল। তা হলো 'পরিবার আর পশুর খোয়ারের মাধ্যে পার্থক্য এই যে, পরিবারে আত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ আছে, খোয়ারে তা নেই। আসলে সে পরিবারে আত্মিকতা ও নৈতিকতা কোন গুরুত্ব পায় না তাকে বড় জোর ঘর বলা যায় কিন্তু পরিবার বলা যায় না। অপ্রিয় এবং দুঃখজনক হলেও সত্য বটে, আমরা অনেকেই পরিবারকে ঘর বানিয়ে ফেলেছি। আর অনেক পরিবারে এখন নৈতিকতার চর্চা হয় না। যদিও আমরা জানি, ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে নৈতিকতার ভিত্তি। ভোরে মসজিদে আজান শুনে বড়রা জেগে উঠবেন। বড়দের অনুকরণে, ছোটরাও নামাজ পড়বে। কোরআন তিলাওয়াত করবে। তারপর দৈনন্দিন পাঠে মন দিবে। বিকেল হলে সারা দিনের পাঠের এক ঘেঁয়েমি, ক্লান্তি ও অবসাদ পূরণের রসদটুকু বিনোদনের সেরা মাধ্যম নিখাদ, নির্জলা খোলা মাঠে খেলাধূলায় ফিরে পাবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কৈ এমনটি কী তারা পাচ্ছে? পড়াশুনার চাপে শিশুরা তাদের জীবনের কাঙ্খিত সবচেয়ে মধুর শৈশবের আনন্দটাকে মাটি করে দিচ্ছে। অথচ এই শৈশব একজন মানুষের শেষ জীবনের একাকীত্বের, স্মৃতি রোমন্থনের সঙ্গী।

এখন শিশুদের কাছে শৈশবের অর্থ মানে ঠাসা ব্যাগভর্তি বই, শৈশব মানে স্কুল, কোচিং, মডেলটেস্ট ইন্টারনেট আর মায়েদের হুসিয়ারী সংকেত ভাল রেজাল্ট চাই। মা হিসাবে সন্তানের ভাল চাওয়া কোন অযৌক্তিক নয়। এতে তারাও কষ্ট কম করছেন না। তবে এটাও বিবেচনায় রাখা উচিত শিক্ষার্থীর মেধা মনন ও চেতনা বিকাশে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রভাব কোন অংশেই কম নয়। কারণ, সুস্থ বিনোদনের প্রয়োজনটা একেবারে উড়িয়ে দিলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষা ব্যাহত হবে নি:সন্দেহে। আমাদের মনে রাখা উচিত, ভালো রেজাল্ট করা যেমন জরুরী তেমনি ভালো মানুষ হওয়াটাও তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী।

আরো কিছু কথা, আমরা যারা অভিভাবক আমাদের অনেকেরই দিনের ভাবনাটা শুরু হয় কি নেই তা দিয়ে। অভাববোধ সার্বক্ষণিক আমাদের তাড়া করছে। সত্যি বলতে কী, প্রয়োজন আর অভাববোধ এক নয়। প্রয়োজন পূরণে মানুষ তুষ্ট হয়, কিন্তু অভাব বোধ থাকলে মানুষ কখনো তুষ্ট হয় না, তৃপ্ত হতে পারে না। আসলে অভাবে অভাবী মানুষের অভাব চিরদিন থাকে না। কিন্তু স্বভাবে অভাবী মানুষের অভাব কোনদিন ঘুচে না। এ সম্পর্কে মহত্মাগান্ধী চমৎকার একটা কথা বলেছেন। তা হলোঃ 'আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে পৃথিবীতে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আমাদের লোভ পূরণের ক্ষমতা পৃথিবীর নেই।'

তাছাড়া অভিভাবকের অনেকেরই ধারণা পরিবারকে নিবিড় সময় দিয়ে দায়িত্ব পালনে বাহাদুরী দেখানো একটা আন-প্রোডাক্টিভ কাজ। এতে তাৎক্ষণিক অর্থ, সম্মান কোনটাই আসছে না। সংসার চালাতে প্রয়োজন অর্থ। আর স্নেহ ভালবাসা, মায়া-মমতার মূলেও অর্থ। তারা ভাবছেন, পরিবারের আরাম আয়েশ, সুখ, শান্তির জন্যই তো এত সব কিছু করছি, ছেলে মেয়েরাই তো ভোগ করবে। কবে, কখন সন্তান বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে অর্থ, বিত্তে, প্রাচুর্যে পরিবারের সম্মান, খ্যাতি বাড়াবে এটাতো ভবিতব্য। আর আমি তো এখনি তা করছি। তাছাড়া সন্তানদের লেখা পড়ার পিছনে সময় ব্যয় করা মূলতঃ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ, তাৎক্ষণিক রিটার্ন পাওয়া যায় না। সন্তানদের মানুষ করার জন্যে সময় ব্যয় করা, লেখাপড়ার তদারকি করার চেয়ে তাদের বস্তুগত চাহিদা মেটানোটাই তারা গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। আসলে সাহচর্য, মমতা ভালোবাসার স্থান যে কখনো বস্তু দিয়ে পুরণ হয় না তা বোঝার মত ক্ষমতাও আমরা হারাতে বসেছি। মাদকাসক্তদের নিজের মনের ওপর যেমন তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, মাদকেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনি সমাজের তথাকথিত এ ধরনের লোকদের টাকার উপর তারা প্রভুত্ব করতে পারে না বরং টাকাই তাদের উপর কর্তৃত্ব করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিবারের অভিভাবক হিসেবে বস্তুগত চাহিদা পুরণকরাই কী অভিভাবকের দায়িত্ব? মানছি, জীবন ধারণের জন্য নি:সন্দেহে বস্তুর প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুই একজন মানুষের জীবনের সবকিছু নয়। এক্ষেত্রে হযরত জালালউদ্দীন রুমীর একটি উপমা রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'নৌকা চলার জন্যে পানি অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু এই পানি যখন নৌকার ভেতরে প্রবেশ করে তখন নৌকা ডুবি ঘটে।' অর্থ খ্যাতির, বস্তুর পেছনে যখন কেউ মোহগ্রস্তের মতো ছোটে, তখন তার আত্মিক মৃত্যুঘটে।' আসলে বৈষয়িক সাফল্য সন্তোষজনক হলেও আত্মিক শূণ্যতা যদি থাকে তাহলে জীবন পরিতৃপ্ত হয় না। প্রত্যেকের জীবনেই নুন্যতম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে তবে অতিরিক্ত সম্পদ মানুষের জীবনের শান্তি নষ্ট করে দেয় আর বেশিরভাগ তাদেরই শান্তি নষ্ট হয় যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে।

আসলে সমাজের তথাকথিত অভাববোধ সম্পন্ন মানুষরাই পরিবারের আরাম আয়েশের ধূয়া তোলে অর্থবিত্ত গড়ার দুর্নিবার বাসনায় প্রলুব্ধ হয়ে বিবেক, নীতিনৈতিকতাবোধ বিবর্জিত পথে উপার্জন করে জীবনের মূল্যবান সময়টুকু অপচয় করছেন পরিবারকে, পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। জানিনা তারা কতটুকু সুখী? আসলে তারা পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ, দায়িত্ব পালন এর মমার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ।

ফলশ্রুতিতে তাদের সন্তানরাই পিতামাতার অনুকরণে ভুল বিনোদনে আসক্ত হয়ে অপরাধ জগতে অনৈতিক কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে পড়ছে। অনিবার্যভাবেই তাদের সন্তানরা মাদকাসক্ত হয়ে তাদেরই চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমন দিনটি দেখার জন্যই কী আপনি এত কিছু করছেন? ভাবুন তো এ সন্তানটি ভূমিষ্ট হওয়ার দিন আপনি কত খুশী হয়েছিলেন? আর আজ?

সুতরাং এখনও সময় আছে। আমরা সামান্য নষ্ট হয়েছি, পচে যাইনি। আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাই। নিজে আসক্তি মুক্ত হই। সন্তানদের পরিমিতি বোধের শিক্ষা দেই। পরিবারই একটি শিশুর জীবন গঠনের প্রথম ধাপ। অভিভাবক হিসাবে ব্যর্থ ভাবলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে দৃঢ়তার সাথে 'সফল হবো' ভাবুন। ভাবলে, ব্যর্থতাকে সহজে কাটাতে পারবেন। অভিভাবকত্বের লাগাম টেনে ধরুন। পরিবারের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুত হোন। একটি চীনা প্রবাদ দিয়ে শেষ করছি, 'পরিবারকে তুমি এমন ভাবে পরিচালিত কর যেন তুমি খুব সাবধানে একটি ছোট্ট মাছ রান্না করছ।'

আসুন, আমরা আমাদের পরিবারভিত্তিক চেতনা গড়ে তুলি। পরিশেষ 'ইউনাইটেড স্টেট এন্ড ওয়ার্ল্ড' রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধের উক্তি থেকে বলছি, 'পিতামাতাই পারেন সন্তানকে মাদকের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে।' সুতরাং স্রষ্টা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্রতী হয়ে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করি। সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখি, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে শরীক হই। আপনিও শরীক হোন।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com